জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপে স্ত্রী নির্যাতনকারী প্রধান শিক্ষকের জেল হাজত ও চাকরিচ্যুতি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নারী ও শিশু বিষয়ক অভিযোগগুলো গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। সম্প্রতি এক নারী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে যৌতুকের জন্য শারীরিক নির্যাতন, ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে পরকীয়া, পরকীয়ার জেরে ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুর কারণ হওয়া ও পরবর্তীতে ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করাসহ বিভিন্ন অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ করেন। কমিশনের বেঞ্চ বিষয়টি আমলে নেয়। অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষকে উপস্থিত হয়ে কমিশনের বেঞ্চ-০২ এ বক্তব্য প্রদানের জন্য বলা হয়। কমিশনের আদেশ প্রাপ্তির পরও ধার্য তারিখে প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত থাকলে প্রতিপক্ষ অর্থাৎ অভিযোগকারীর স্বামীকে ১৬/০৭/২০২৩ তারিখ কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বেঞ্চ-০২ এ বক্তব্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট থানার মাধ্যমে সমন জারি করা হয়। উভয়পক্ষ হাজির হয়ে বক্তব্য প্রদান করলে উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণপূর্বক তাদের সম্মতিতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে স্বামী বেঞ্চের নির্দেশনা প্রতিপালন করছেন না মর্মে অভিযোগকারী অভিযোগ করেন। তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে ভরণপোষণসহ তার সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের বিষয়ে আদালতে মামলা করতে চান এবং আইনী সহায়তা চেয়ে তিনি কমিশনে একটি লিখিত আবেদন দাখিল করেন

অভিযোগ, পক্ষদের বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হলেও স্বামী কর্তৃক ভরণপোষণ না দেওয়া, সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ঋণ করে স্বামীকে টাকা দেওয়া এবং উক্ত ঋণ পরিশোধ করায় সন্তানদের নিয়ে তিনি আর্থিকভাবে অসহায় অবস্থায় রয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে, অভিযোগকারীকে কমিশনের পক্ষ থেকে আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য পটুয়াখালী জেলার একজন প্যানেল আইনজীবীকে নিযুক্ত করা হয়। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী গত ১৭/০১/২০২৪ তারিখে যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ এর ৩ ধারায় সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত, সদর থানা, পটুয়াখালী তে সি.আর. মামলা নং ৯৩/২০২৪ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় বিজ্ঞ আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করলে পুলিশ আসামিকে গ্রেফতার করে গত ০৯/০২/২০২৪ তারিখ বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করে।

বর্ণিত অবস্থায়, একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক সহোদর ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ হওয়া, পরবর্তীতে প্রথম স্ত্রীর যথাযথ সম্মতি ছাড়া ২য় বিবাহ করা, স্ত্রীকে যৌতুকের জন্য নির্যাতন করা এবং সন্তানদের ভরণ-পোষণ না দেওয়াসহ বিভিন্ন কারণে প্রতিপক্ষ নৈতিকভাবে কোমলমতী শিশু শিক্ষার্থীদের পাঠদানের যোগ্যতা হারিয়েছেন মর্মে বেঞ্চ মনে করে। একইসাথে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ এর ৩ ধারায় মামলা দায়ের হওয়ায় এবং জেল হাজতে আটক থাকায় পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার ২০ নং মধ্য উত্তর বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-কে বলা হয়।

কমিশনের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, গত ১২/০৩/২০২৪ তারিখের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালির আদেশমূলে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা এবং বিএসআর ১ম খন্ডের ৭৩(২)

ধারা মোতাবেক পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার ২০ নং মধ্য উত্তর বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব)কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।